দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 1 .. 1999 ..
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫ ...

420

ঢাবি বাজেট ॥ শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতনভাতায় ব্যয় হচ্ছে সিংহভাগ অর্থ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাজেটের সিংহভাগই চলে যায় প্রতিবছর শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও পেনশন দিতে। মোট বাজেটের একটা ক্ষুদ্র অংশ ব্যয় হয় শিক্ষা সহায়ক খাতে। এ জন্য কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করছে শিক্ষার এবং গবেষণার মান ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি যেখানে অপরিহার্য, সেখানে তা বরাদ্দ করা সম্ভব হবে না। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ক্রমশ নিম্নমুখী হতে চলেছে। দেশের সর্ববৃহৎ এবং শ্রেষ্ঠ এ বিদ্যাপীঠের জন্য কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিকট থেকে প্রত্যাশিত বরাদ্দ পেয়ে হতাশ।

১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে ৬৫ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেটে খরচ হয়েছে ৭০ কোটি টাকা। মোট খরচের ৭০ শতাংশ ব্যয় হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনের টাকা পরিশোধ করতে। শতকরা ১৪ ভাগ ব্যয় হয়েছে শিক্ষা সহায়ক খাতে। বাকি শতকরা ১৬ ভাগ ব্যয় হয়েছে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতিসহ সাধারণ কার্যক্রমে। আগামী শিক্ষাবর্ষ অর্থাৎ ১৯৯৯-২০০০ সালে প্রস্তাবিত ৭৩ কোটি ৭১ লাখ টাকার শতকরা ৭০ ভাগ ব্যয় ধরা হয়েছে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও পেনশনের জন্য। শতকরা ১৫ ভাগ ব্যয় ধরা হয়েছে শিক্ষা সহায়ক খাতে। বাকি শতকরা ১৬ ভাগ ব্যয় ধরা হয়েছে রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, কর পরিশোধসহ সাধারণ কার্যক্রমের জন্য। এই চিত্রে শিক্ষা খাতে প্রকৃত ব্যয় ফুটে উঠেছে।

আগামী শিক্ষাবর্ষে শিক্ষকদের বেতন বাবদ ব্যয় হবে ২৪ কোটি ৪৬ লাখ টাকা যা মোট ব্যয়ের শতকরা ৩৩ দশমিক ২৮ ভাগ, অফিসারদের বেতন বাবদ ব্যয় হবে ৭ কোটি ৪৫ লাখ টাকা যা মোট ব্যয়ের শতকরা ১০ দশমিক ২২ ভাগ। কর্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয় হবে ১৩ কোটি ৭০ লাখ টাকা যা মোট ব্যয়ের শতকরা ১৮ দশমিক ৫৯ ভাগ। পেনশন বাবদ ব্যয় হবে ৫ কোটি টাকা যা মোট ব্যয়ের শতকরা ৬ দশমিক ৭৮ ভাগ। শিক্ষা সহায়ক খাতে মোট ব্যয়ের শতকরা ১৫ ভাগে আসে ১১ কোটি টাকা। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক মানোন্নয়ন যেমন সম্ভব নয় তেমনি গবেষণা কর্মকাণ্ডের মুখ থুবড়ে পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে।